দৈনিক ইনকিলাব

059

তারিখ 04 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা সম্প্রসারণে সুযোগ-সুবিধা

জ্ঞানহীন ব্যক্তি হচ্ছে তেলবিহীন প্রদীপের মতো। তাই এই যুক্তি জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সার্বজনীন শিক্ষার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। মহানবী (সঃ) বলেছেন, জ্ঞানানুশীলন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ। আরও তিনি বলেছেনঃ জ্ঞান-সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র। যে জ্ঞান সাধনা করে তার মৃত্যু নেই। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞান দান করতে পারেন। তিনি সাহিত্যিক, কবি, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, শিক্ষক, উদ্ভাবক, ডাক্তার যাই হোন না কেন, জগতের তথা দেশের অনেক কল্যাণমূলক কাজ করতে পারেন। একজন মূর্খ লোক নিজের জন্যও কোন ভালো কাজ করতে পারেন না, পরের জন্য তো নয়ই। অন্ধের যে অবস্থা; একজন অশিক্ষিত লোকেরও সে অবস্থা। সভ্যতার যে ক্রমবিকাশ হচ্ছে দিন দিন, তাতে কোন মানুষের নিরক্ষর থাকা উচিত নয়। কিন্তু শতকরা ৮০ জনই তো আমাদের দেশে বিশেষ করে পল্লীতে অশিক্ষিত। এর কারণ বহুবিধ। তন্মধ্যে অর্থনৈতিক দুরবস্থাই এর প্রধান কারণ। অনেকেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। যে সময় একজন গরীবের ছেলে লেখাপড়া শুরু করার কথা সে সময়ে তাকে পেটের দায়ে শ্রমিকের কাজ করতে হয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সে ঘরে ফেরে কিছু পয়সা নিয়ে পিতা-মাতার জন্যে। অনেকে আবার দুই এক শ্রেণী পড়েই অভাবের তাড়নায় লেখাপড়া ছেড়ে দেয়।

লেখাপড়া যে সকলের জন্যই প্রয়োজন। একথা বুঝেনা এমন লোক নেই। শুধু আর্থিক টানাপোড়েনের জন্য বেশীর ভাগ ছেলেই লেখাপড়া করতে পারে না। লেখাপড়া না শেখার জন্য তারা চিরকালই দুর্ভোগ পোহায়। কেননা, তারা কোন বড় চাকরিও পায় না বা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে পারে না অশিক্ষিত থাকার কারণে। নিরক্ষরতার জন্য আমাদের সমাজে অসংখ্য মানুষের মনে এখনো নানাবিধ রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কার বাসা বেঁধে আছে। এই রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের দরুন তারা আধুনিক জগতের অনেক কল্যাণমূলক পরিচালনাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। পরিবার পরিকল্পনা-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নানা ধরনের দ্বন্দ্ব-কলহ অপরাধ প্রবণতার জন্য নিরক্ষরতা বিশেষ ভাবে দায়ী।

আমাদের দেশে শিক্ষাকে গঠণমূলক ও বাস্তবমুখী করতে না পারলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি কোন দিনই সম্ভব নয়। শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন আশু প্রয়োজন। কেননা, আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি না পেলে সন্তানদের শিক্ষার খরচ বহন করা অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে শিক্ষাকে বাস্তব ও গণমুখী করে তোলা প্রয়োজন। দিন দিন ছাত্র-ছাত্রী বাড়ছে। সে অনুপাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক কম। এর সংখ্যা না বাড়ালে শিক্ষার হার বাড়বে—এ আশা করা বৃথা।

—মুহম্মদ আবদুস শহীদ